MAR. 17 2001

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ভোরের কাগজ

সম্পাদকীয়

ঢাকা শনিবার ৩ চৈত্র ১৪০৭

নকলের উৎসব আবার

যা ভাবা গিয়েছিল তাই হয়েছে। এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষা শুরু হয়েছে গত বৃহস্পতিবার থেকে। গত কয়েক বছরের মতো এবারও নকলের মহোৎসব চলেছে। নকল রোধে বিশেষ ব্যবস্থা, আবেদন-নিবেদন, পত্রপত্রিকার সতর্কবাণীতে কাজ হয়নি তেমন। নকল করার অপরাধে প্রথম দিনেই বহিষ্কৃত হয়েছে ৭ হাজার পরীক্ষার্থী। নকলে সহায়তা করার দায়ে বহিষ্কৃত হয়েছেন ২৫ জন শিক্ষকও। বহিষ্কৃত পরীক্ষার্থীর হাতে ছুরিকাহত হয়েছেন একজন ম্যাজিস্ট্রেট। পত্রপত্রিকায় যথারীতি ফলাও করে ছাপা হয়েছে নকল-উৎসবের ছবি আর খবর।

কোনো কোনো সংবাদপত্র অবশ্য রিপোর্ট করেছে যে, এবার নকলের প্রাদুর্ভাব গতবারের চেয়ে তুলনামূলকভাবে কম। কোনো কোনো এলাকায় নাকি 'নকলমুক্ত' পরীক্ষা হয়েছে। সেটা কোথাও কোথাও হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু সারা দেশের সাধারণ চিত্র আগেরবারের মতোই। গতবারের মতো অবশ্য সহিংসতার খবর এবার নেই। কিন্তু বাইরে থেকে পরিবেশ শান্ত-সুন্দর থাকলেও পরীক্ষা কেন্দ্রের ভেতরে অবাধে নকল চলছে। বাইরে কঠোর নিরাপত্তা আর ভেতরে নকলের অবাধ স্বাধীনতা। এক শ্রেণীর পরিদর্শক নাকি সাংবাদিক, ম্যাজিস্ট্রেট বা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্মকর্তাদের দেখা মাত্রই কাশি অথবা গলা খাঁকারি দিয়ে নকলবাজদের 'সতর্ক' করে দিয়েছেন পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে। দাখিল পরীক্ষা চিত্রও একই। সেখানে ১ হাজার পরীক্ষার্থী বহিষ্কৃত হয়েছে।

এক কথায় অবস্থা পূর্ববৎ। পরিস্থিতির তেমন কোনো উন্নতি হয়নি। ত পরীক্ষা কেন্দ্রের বাইরের চেহারাটা বদলেছে, আর নকলের প্রক্রিয়া এখ আরো 'উন্নত' হয়েছে। এবার পরীক্ষা শুরুর আগে চাঞ্চল্যকর খবর ছি নকলের কাজে ব্যবহারের জন্য বিশেষ আকারের নোটবইয়ে বাজার সয়লা হওয়ার কাহিনী। অর্থাৎ নকল ব্যাপারটি এখন একটি রমরমা ব্যবসায় পরিণত হয়েছে।

এ অবস্থায় পরীক্ষা ব্যাপারটাই অর্থহীন হয়ে পড়ছে এটা বল অতিশয়োক্তি করা হয় না। নকল করে পরীক্ষা দিলে আর কোনো পা বিষয়ে জানা-বোঝা বা দক্ষতার কোনো দরকার হয় না, নকল করার দক্ষ অর্থাৎ নোটবই দেখে উত্তর লেখার ক্ষমতা থাকলেই তা পরীক্ষা পা জন্য যথেষ্ট। নব্বইয়ের দশকের শেষ ভাগে নকলের মহোৎসবের য় পাস করে বেরোনো এই সব 'কৃতবিদ্য' ছাত্ররা কর্মজীবনে প্রবেশ ক কেমন দক্ষতা দেখাবেন তা সহজেই অনুমেয়। এদেরই অনেকে আ নিজেরাই শিক্ষক হবেন এবং তারা ছাত্রদের কি শিক্ষা দেবেন ভাব আতঙ্কিত হতে হয়। ক্রমশ এদেশে এমন একটি সমাজ প্রতিষ্ঠিত যেখানে জ্ঞান, বিদ্যা, সততা ও নীতিবোধ— এসব কথার কানাকড়িও থাকবে না। নকলের উৎসব আসলে আমাদের গোটা দেশ ও সমাজ বিকৃত ও ধ্বংস করারই উৎসব।

এমন হচ্ছে কেন? একটা কারণ তো এই যে সবাই পরীক্ষায় করতে চায়, ডিগ্রিধারী হতে চায়। কারণ তা নাহলে কর্মজীব প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা যাবে না। কিন্তু নকল যে এরকম ভ আকারে বেড়েছে তার অন্য কারণগুলো আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ। শ্রেণীর স্কুলের কমিটি ও কিছু শিক্ষক-প্রশাসক স্কুলের অস্তিত্ব রক্ষা সরকারি অর্থ বরাদ্দ অব্যাহত রাখার উদ্দেশে নকলে উৎসাহ দেন। তা আছে স্থানীয় রাজনৈতিক চাপ, যে জন্য নকলের বিরুদ্ধে কেউ ক ব্যবস্থা নেওয়ার সাহস পান না। আর সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তের খবর পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, যার পরিণামে নকল উৎসাহিত হতে পারে। কোনো স্কুল বা মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের শতকর ভাগ এসএসসি বা দাখিল পরীক্ষায় ফেল করলে সেই স্কুল-মাদ্রাসার বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আমাদের মনে হয় এর ফলে কমিটি ও শিক্ষকরা চাকরি রক্ষার জন্য নকলের অবাধ সুযোগ দিয়ে ছাত্রের পাস করা নিশ্চিত করতে প্ররোচিত হতে পারে। এ ধরনের অ কাগুজে নীতি বহাল রেখে নকল প্রবণতা বন্ধ করা যাবে বলে মনে হ নকল যে বাড়ছে এর জন্য ত্রুটিপূর্ণ নীতিমালা ও কাঠামোগত ব্যর্থতাই দায়ী। আগামীতে নকল ঠেকাতে হলে এ দিকেই সংস্কার কাজ চ

কিন্তু নকল যে এরকম য়াবহ আকারে বেড়েছে তার অন্য কারণগুলো আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এক শ্রেণীর স্কুলের কমিটি ও কিছু শিক্ষক-প্রশাসক স্কুলের অস্তিত্ব রক্ষা এবং সরকারি অর্থ বরাদ্দ অব্যাহত রাখার উদ্দেশে নকলে উৎসাহ দেন। তাছাড়া আছে স্থানীয় রাজনৈতিক চাপ, যে জন্য নকলের বিরুদ্ধে কেউ কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার সাহস পান না